চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

দেবালয় (বেড়াচাঁপা) উত্তর ২৪ পরগনা,৭৪৩৪২৪

NAAC ACCREDITED WITH GRADE 'B'

চেতনা

2022-2023

Silver Jubilee 25th Year Celebration

• ছাত্র সংসদ •

।। বন্দেমাতরম্।।

শিক্ষার প্রগতি * সংঘবদ্ধজীবন * দেশপ্রেম

ছাত্র সংসদ এর পক্ষ থেকে নবাগত ছাত্র-ছাত্রী
এবং পাঠরত সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই-বোনদের
জানাই উষ্ণ জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন।
মাননীয় অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা,
ও শিক্ষা কর্মীদের শ্রদ্ধা জানাই।

ছাত্র সংসদ

চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

2022-2023

অধ্যক্ষের কলমে.....

চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ, স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের প্রয়াসে প্রকাশিত' চেতনা' পত্রিকার জন্য অধ্যক্ষ হিসেবে আমি গর্বিত। ছাত্রদের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় প্রতিবৎসর এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশে যে সহযোগীতা উপলব্ধ হয় তা উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকা আরো বৃহৎ আকারে প্রকাশিত হওয়ার প্রয়োজন। কেন না, আমাদের ৫০০০ এরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের বেশীরভাগ 'চেতনা' পত্রিকায় অংশ নিতে পারে না। তাই আমরা চেষ্টা করবো যাতে করে পরের প্রকাশনায় বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ দিতে পারি। পত্রিকার সাফল্য কামনা করে এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীকে আমার আকুন্ঠ স্নেহ ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করলাম।

অধ্যক্ষ–

ডঃ সরোজ কুমার চট্টপাধ্যায়

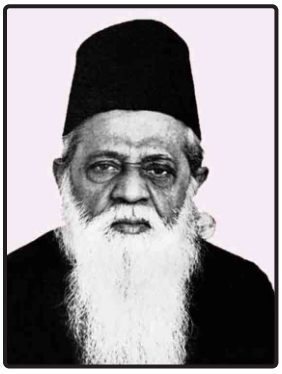

DR. SAHIDULLAH
PHILOLOGIST PAR EXCELLENCE
(1885-1969)

Dr. Muhammad Sahidullah, the eminent philologist of Bengali was the son of this soil. He was born on 10th July,1885 in the village Pearah near Haroa in the district of North 24 Parganas. He was the first Muslim student who passed with Sanskrit Honours from City College, Calcutta in the year 1910. He did his post- graduation from the University of Calcutta as a lone candidate in Comparative Literature as favoured by Sir Asutosh Mukhopadhyay, the then Vice-Chancellor, in the year 1912. In the year 1914, after acquiring a law degree, he joined the Basirhat Court as a young lawyer. But he was much uncomfortable with this profession and naturally left the practice and decided to join the Calcutta University as a research fellow under the great poet Dinesh Chandra Sen. He left for Dacca in the year 1921 and ultimately for Sorbonne University of France in the year 1926. He was awarded Ph.D. Degree from this university for his original research on Charyapada written in French. Subsequently, he acquired knowledge on Vedic, Tibetian and Prakrita languages through immense research. In his life style he was very simple, open hearted and of non-egoistic nature and he dedicated himself for the cause of communal harmony in a major way. He was a renowned personality in the field of Comparative Philology. Often a parallelism is drawn between Dr. Sahidullah and Dr. Suniti Kumar Chattapadhyay for their contribution in Philology. Of his books,' History of Bengali literature', 'History of Bengali Languge', Bengali Grammar,' Padmavati',' Vidyapati Satak',' Rubayet-e-Umar Khayam', 'Dinwan-e- Hafiz', 'Buddhist Mystic Songs', 'Pearls from the Holy Prophet', etc. are worth mentioning. This great son of Bengal breathed his last on 13th July, 1969

CHANDRAKETUGARH

THE ANCIENT PORT CITY

West Bengal can boast of many ancient historical locations of which one of utmost importance is the archaeological site of Chandraketugarh situated in Berachampa of North 24 Parganas. Sites of Haroa, Debalaya, Hadipur, Singherati, etc. have yielded similar relics of ancient Bengal.The relics can be dated from the Post - Mourya to the Pala period including those of the Sunga, Kanva and Kusana and Gupta periods. Excavations have brought to light evidence to prove that Chandraketugarh was a flourishing coastal town from about 4th Century B.C.E. down to the post Gupta age having trade contact with foreign countries in the early period of its history. The objects which have been found by incomplete but applaudable attempts of Archaeological Survey of India and private owners are gold and copper coins, ivory bangles and necklaces, bronze and terracotta female figures, various dolls, icons of gods and goddesses like Parvati, Yaksha, Yakshini and others. Various kinds of pots including Northern Black pottery of small and large plates, cups, bowls, tubs, etc. pottery cups with small spout (Unique in India), pitchers, jugs, basins, potteries, black polished pottery engraved in Brahmi letters and many others of red ware pottery are found. Potter's wheels and pottery drain pipes also indicate that the antiquity belongs roughly to the 3rd-4th century B.C.E. Portions of the port city like a temple complex named as "Khana-Mihirer Dhibi" have been discovered.

নিদ্রা ভঙ্গ

নুরানি আমিনা সুলতানা
B.SC (1st Semester)

আজি নিদ্রা গেলো ভঙ্গি,
জীবনে বজ্র বিদ্যুৎ এর হানি,
মিথ্যার আওয়াজে চাপা পড়ে গেলো,
সত্যের শত সহস্র বানী।

সবার আঙুল সবার দিকে,
নিজ গোনাহের মাপকাঠিতে।
চেতনা সবার হয়েছে ফিঁকে,
Social media ভরা activity- তে।

মুখের কথায় জগৎ চলে,
হৃদয় নয় গো আজ আর দামি।
ভালোবাসার আবার দিন পালন হয়
ভালোরাখার প্রয়াস আছে কতখানি?

তুমি ভাবছো তুমি জ্ঞানি,
তোমার প্রতারনা জানিনা আমি।
ওহে পাগল,সর্বহ জানি,
শুধু দিতেছি তোমাকে মানুষহওয়ার সুযোগ খানি।

ভারতের গান

সেখ কারিবুল্লা

(প্রাক্তন ছাত্র)

আমরা এক সৃষ্টের হাতে তৈরী
ধর্ম বিভেদ মানিনা।
আমরা মানুষ, এর বেশি কিছু জানিনা !
মনুষত্ব আজি অস্তাচলে
অতি দুর্গম কাল,
নাম এ মানুষ কেমনে চেনে
মোদের রক্তই যে লাল ।
ভারতবাসি একত্রে ধরবে দেশের হাল ।

পূর্বে কে ভাই কি করেছে-
কে হাত ঘুরিয়েছে বসে,
মানুষ কি দাগী হয় পূর্ব পুরুষের দোষে?
মনের ভ্রান্ত তিমির মুছে ফেলো
খুলিবে সত্য দার,
নতুন করে আলো জালো
হোকনা সে বেদনার
একত্রে মিশে যাবে সৃষ্টির সমাহার।

আঙ্গুল তুলে চোখ রাঙিয়ে
মন্দ করো দূর,
কদমে কদমে বাজিবে শান্তি সুর।
সবুজ রঙে রাঙিয়ে দিয়ে
অরাজকতা বন্ধ হবে
পাগড়ি টিকি পৈতে টুপি
গলায় গলায় মিলবে যবে।
দেশ সেদিন সত্যিকারে স্বাধীন হবে।

সার্থক হোক জন্ম হেতা
বিশ্বব্যাপী ঘুরে
নিখিল বঙ্গ নখিল ভারত জুড়ে।
জাত পাত বংশ ভুলে
ভারতই হোক মাতা পিতা,
সত্যসুধা পথ দেখাবেসর্ব ধর্ম সংহিতা
তবেই সার্থক হবে কবির গীতা।

বসন্তের আগমনে

নাজিবুল হক
(6th Semester) Bengali Hons.

নানা রঙে তে প্রকৃতি আজ
মেলেছে নতুন সাজ।
কোকিল ডাকে চারিদিকে
এ যে বসন্ত ঋতুরাজ।

শুষ্ক পাতা ঝড়ে পড়ে
এই বসন্ত কালে।
নতুন করে কচি পাতা
ফোটে গাছের ডালে।

বসন্তেরই আগমনে
কাননে ফুটিছে ফুল |
কৃষ্ণচূড়ায় রঙ লেগেছে
রঙিন হয়েছে শিমুল।

বসন্তের দখিনা হাওয়া
দিয়ে যায়, যে দোলা ।
এস হে বসন্ত এসো
মেদেরি দ্বার খোলা!

বিদায় অমরনীকা

রাকিবুর রহমান

(6th Semester)

আমরা সবাই ' **শহীদুল্লাহ** ' কলেজেতে পড়ি!
দূর দূরান্ত থেকে এসে মোরা শিক্ষালাভ করি

আমরা এই কলেজকে খুবই ভালোবাসি।
ছুটি পেলেও চাইনা মন বাড়ি ফিরে আসি।

হাসি কান্নার মধ্যদিয়ে আমরা করি জ্ঞান অর্জন
পুরাতন হলেও মোদের কাছে এটাই বড় আপন।

পারবো না কেউ চিরকাল এই কলেজে থাকতে
পারবে কি কেউ কোনোদিন এই কলেজকে ভুলতে ।

শিক্ষক শিক্ষিকার কাছে মোদের এটাই বড় কামনা
শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গড়তে পারি এটাই মোদের বাসনা।

পাহাড় চূড়ায়

সাকিল হোসেন
(3rd Semester, B.A.Gen)

অনেকদিন থেকেই আমার একটা পাহাড় কেনার শখ।
কিন্তু পাহাড় কে বিক্রি করে তা জানি না। যদি তার দেখা পেতাম, দামের জন্য আটকাতো না। আমার নিজস্ব একটা নদী আছে, সেটা দিয়ে দিতাম পাহাড়টার বদলে। কে না জানে, পাহাড়ের চেয়ে নদীর দামই বেশী।
পাহাড় স্থানু, নদী বহমান। তবু আমি নদীর বদলে পাহাড়টাই কিনতাম।
কারণ, আমি ঠকতে চাই। নদীটাও অবশ্য কিনেছিলামি একটা দ্বীপের বদলে।
ছেলেবেলায় আমার বেশ ছোট্টোখাট্টো, ছিমছাম একটা দ্বীপ ছিল।
সেখানে অসংখ্য প্রজাপতি। শৈশবে দ্বীপটি ছিল আমার বড় প্রিয়।
আমার যৌবনে দ্বীপটি আমার কাছে মাপে ছোট লাগলো।
প্রবহমান ছিপছিপে তন্বী নদীটি বেশ পছন্দ হল আমার।
বন্ধুরা বললো, ঐটুকু একটা দ্বীপের বিনিময়ে এতবড় একটা নদী পেয়েছিস?
খুব জিতেছিস তো মাইরি ! তখন জয়ের আনন্দে আমি বিহ্বল হতাম।
তখন সত্যিই আমি ভালবাসতাম নদীটিকে। নদী আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিত। যেমন, বলো তো, আজ সন্ধেবেলা বৃষ্টি হবে কিনা? সে বলতো, আজ এখানে দক্ষিণ গরম হাওয়া। শুধু একটি ছোট্ট দ্বীপে বৃষ্টি,
সে কী প্রবল বৃষ্টি, যেন একটা উৎসব! আমি সেই দ্বীপে আর যেতে পারি না,
সে জানতো! সবাই জানে। শৈশবে আর ফেরা যায় না।
এখন আমি একটা পাহাড় কিনতে চাই। সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে থাকবে গহন অরণ্য, আমি সেই অরণ্য পার হয়ে যাব, তারপর শুধু রুক্ষ কঠিন পাহাড়।
একেবারে চূড়ায়, মাথার খুব কাছে আকাশ, নিচে বিপুলা পৃথিবী,
চরাচরে তীব্র নির্জনতা। আমার কণ্ঠস্বর সেখানে কেউ শুনতে পাবে না।
আমি ঈশ্বর মানি না, তিনি আমার মাথার কাছে ঝুঁকে দাঁড়াবেন না।
আমি শুধু দশ দিককে উদ্দেশ্য করে বলবো, প্রত্যেক মানুষই অহঙ্কারী,
এখানে আমি একা- এখানে আমার কোন অহঙ্কার নেই। এখানে জয়ী হবার বদলে ক্ষমা চাইতে ভালো লাগে। হে দশ দিক, আমি কোন দোষ করিনি।
আমাকে ক্ষমা করো।

জ্ঞানপাপী

শেখ সাহিল
(6th Semester)

এ শহরে জ্ঞানী গুণীর অভাব নাই,
আমরা কমবেশি সকলেই জ্ঞানী।
জ্ঞান বিলাতে ভালো লাগে ঠিকই,
অন্যের দেওয়া জ্ঞান আর কতটুকু মানি ?

তবু চাই আমারটা সকলে মেনে চলুক,
অন্যরাও চাই যে একই,
জ্ঞান বেলানোর প্রতিযোগিতায়,
আসল পথে চলা যে বাকি।।

আমরা সকলেই কমবেশি ইচ্ছুক,
নিজের শ্রেষ্ঠত্বের সর্বাধিক উপস্থাপনে,
মিথ্যে রেপারেসিতে হয়ে ওঠেনি সময়,
একটি জ্ঞান মেনে চলতে সন্তর্পণে ॥

স্বপ্ন ফলে কর্মে

ইরফান আলি
(5th Semester, History)

কত স্বপ্ন আঁকি আঁখি পাতে
কত বাসনা জাগে মনের ঘরে।
শুধু শুয়ে শুয়ে দেখলে তা হয় না পূরন
এর জন্য কর্ম করতে হয় ॥

বহে যায় জীবনতরী, একে একে দিন গুনি।
ক্রমে আসে জীবন, মায়া মরিচিকার শুধু ভাসি ॥

শুকনো ঘাসের শুন্য বনে,
কত কী ভাবি একা বসে।
জীর্ন পাতায় সাজাই তরী,
ভাসাই তারে নয়ন নীড়ে
চির জীবন পথের নেশায় মগ্ন হয়ে
করিনু সদা ভুলের চয়ন
ভুলের খেলায় ভাসে জীবনের তরী
মিছে স্পৃহা উল্লাসে বন্দে খোঁদি ॥

আসে কোন সুবাস, বুঝি এখনি হবে স্বপ্ন পূরণ
খীর্ন মন বঝে না কো,এ তো মারিয়ার মায়া মাত্র।
কর্ম বিনে সর্বই বৃথা যতই সাজাই না কেন স্বপ্নের মালিনী।
অলসতার নাই কোন মূল্য
এর জন্য করতে হয় কর্ম।

বছর চারেক পর আবার হবে দেখা

Shreya Mondal
(Physical Education)

বছর চারেক পরআবার হবে দেখা।
কথা হবে আবার সবই রইল তোলা।
তখন হয়তো বদলে যাবি,
পরবিনা আর রঙিন শাড়ি
ঝুমকো কানের রহিবে না তোর কানে
আলতা পায়ে আসবি না আর আমার পানে।
আমিও তখন বদলে যাবো
চাকরি টা তখন পেয়েই যাবো,
বলবে না কেউ বেকার আমায়,
তখন কিন্তু যাসনা আমায় ছেড়ে
দুই হাত বাড়িয়ে থাকব আমি,
চুপটি করে ধরাদিস, আমার চক্ষু পানে চেয়ে।
পাহাড় সমান ভালোবাসা সাক্ষী দেবে আমায়,
নতুন করে গড়বো পৃথিবী, থকবো দু-জনই,
শান্ত গলায় বলবো আমি মনের জমানো কথা,
বছর চারেক পর আবার হবে দেখা।

অপূর্ব শ্রাবণ

শ্রাবণে আসিল প্লাবন,
আকাশে জমিল মেঘ,
সবুজে আসিল প্রাণ,
ধরনী সে আজ করিল স্নান
সনেতে আসিল তাল
তালে আসিল সুর,
সেই তালে,সুর আঁকছি আমি,
শ্রাবণের অপূর্ব সুখ।

প্রতিশোধ

সেখ রামিজ রহমান
(3rd Semester, B.A.Gen)

পরিবেশ নিয়ে একটাই কথা চলে,
সে শুধু নিচ্ছে আজ প্রতিশোধ
আসলে তো সে মরার আগেই,
আমরা তাকে করেছি শ্বাসরোধ।।

তরঙ্গের সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরে বৃক্ষাদি,
আজ নেটে দেখাচ্ছি মেকি ভক্তি,
সান্তনা দিতে আমাদেরই বাঁচতে
আজ গাছ লাগানোই শুধু শক্তি।।

জলবায়ু দাম বিচার করেনি কোনোদিন
কারণ জলের দামে পেয়েছিলাম তা
আজ সুস্থ জলবায়ু তো নয়,
চারিদিকে শুধু জলবায়ুর শূণ্যতা ।।

প্রকৃতির ছায়া, অফুরন্ত মায়ায়,
পেয়েছিলাম অফুরন্ত জোগান।
আজ বিধাতার উদারতার ভান্ডারও শেষ
আজ যাই যাই শুধু প্রাণ ॥

এক্ষুনি তবে নতুন করে বাঁচতে,
ঝুপ করে ফেলে দিতে হাতের ফোন,
আমিও যাই তুমিও চলো,
গাছ লাগাই রোপণ করি বন ।

‘ বন্ধুত্ব ’

সামিম তরফদার
(প্রাক্তন ছাত্র)

বন্ধু মানে কাছে থাকা নয়,
পাশে থাকার নাম **বন্ধুত্ব**!

মিথ্যা বলে মনভোলানো নয়,
সত্যি বলে সাহস জাগানোর নাম **বন্ধুত্ব**!

ভুল দেখে সরে যাওয়া নয়,
ভুল শুধরে দিয়ে ভালোবাসার নাম **বন্ধুত্ব**!

সময়ের সাথে পাল্টে যাওয়া নয় সময়কে,
পাল্টা জবাব দেওয়র নাম **বন্ধুত্ব**!

মধ্যবিত্ত

সেখ ওয়াশিম আক্রাম
(প্রাক্তন ছাত্র)

ইচ্ছেগুলো এক হাতে
আরেক হাতে বাস্তবতা
একটার চাপে আরেকটা তাই
পাচ্ছে না ঠিকি মান্যতা ॥

এমনই হয় মধ্যবিত্ত ছেলেবেলা",
ছেলেবেলা ঠিক নয়
ছেলেবেলা থেকে একটু বড়ো.
বাস্তবতা যখন বোঝা যায় "

স্বপ্নগুলোকে তাই উড়ান দিতেই হবে
একটা কথার মাঝে,
একদিন তো সবই হবে
এই সান্ত্বনার ভাঁজে।

আছাড় খেতে খেতে শেখা
কঠিন জীবন খেলার গল্পে
কিছু পেতে আর কিছু ত্যাগ করে।
মানিয়ে নিতেই হবে স্বল্পে ॥

।। তুমি আছো বলে ।।

Rubina Parvin
B.SC general (Bio), 2nd sem

তুমি আছো বলে সকালগুলো নতুন রঙে সাজে।
তুমি আছো বলে ভোরের পাখিরা কুহু কুহু ডাকে।
তুমি আছো বলে সন্ধা তারা নিয়ম করে ওঠে।
তুমি আছো বলে রাত্রিগুলো নিশ্চিন্তে কাটে।
তুমি আছো বলে ভালোবাসা আজও বেঁচে আছে।
তুমি আছো বলে ময়ূর এখনো পেখম তুলে নাচে।
তুমি আছো বলে শীতের সকাল এতোটা মধুর লাগে
তুমি আছো বলে পলাশ ফুলে বাগান ভরে থাকে।
তুমি আছো বলে মাঝির দল নৌকায় তোলে পাল।
তুমি আছো বলে মঙ্গল গ্রহ আজও হয়ে আছে লাল।
তুমি আছো বলে প্রকৃতির কোলে সবুজের সমাহার।
তুমি আছো বলে হিমালয়ের বুকে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়।
তুমি আছো বলে মাথার উপর বেশ শক্ত ছাদ।
তুমি আছো বলে টিকে আছে আজও ফারাক্কার বাঁধ।
তুমি আছো বলে স্বপ্নগুলো নতুন করে বাঁচে।
তুমি আছো বলে পৃথিবীতে এখনো মায়া মমতা আছে
তুমি আছো বলে ব্যাস্ত দুপুর ক্লান্তিহীন লাগে।
তুমি আছো বলে নির্জন বিকেল নতুন রঙে সাজে।
তুমি আছো বলে শত হাতের কখনো অভাব হয়নি।
তুমি আছো বলে বর্ষার দিনে ছাতার প্রয়োজন পড়েনি।
তুমি আছো বলে বুঝতে শিখেছি স্বাধীনতার মানে।
তুমি আছো বলে পাপ করতেও লাগে ভয় প্রানে।
তুমি আছো বলে ইচ্ছাগুলো পেরেছে নিতে বাঁক।
তুমি আছো বলে পেরেছি আমি পৃথিবীর জান্নাত।
তুমি আছো বলে কেটে যায় ভয়, মুখটা দেখে তোমার
তুমি আছো বলে "আব্বু" ডাকটা সার্থক হয়েছে আমার।

হায়রে সবুজ...

মোহাম্মদ আসিফ
(6th Semester)

হাজারো বাঁধনে বাঁধিনু তারে,
তবু সে যায় মোদের ছেড়ে অনেক দূরে সরে।
চাইলেও আমি যে তাঁরে আর পারিনা ছুঁতে।
পাইনা দেখিতে তাহারে চোখে।
শুধু পাই যে দেখিতে দূষিত পৃথিবী।
দূষণ সজল কারা,দূষণের রাজ্যে
আজ হারিয়ে গেছে সবুজ শষ্যশালা।
কাননে কুসুম কলি ফোটে না যে আর।
ফোটে যে শুধু আজ বিষাক্ত ভাইরাস।
বিলুপ্ত হয়েছে আজ অনেক প্রাণী,
অনেকে গেছে কালের স্রোতে হারিয়ে,
আমরাও যে হারিয়ে যাবো দূষণের সঙ্গে পরে।
হাজারো বাধনে বাধিনু সবুজ রে,
সে তবু চলে যায় দূষণকে সাক্ষি রেখে।

মাঝরাতের রহস্য

হালিমা খাতুন
(6th Semester) Bengali Hons.

শ্রাবন মাস, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি কলকল করে বৃষ্টি হচ্ছে। সারাদিন ধরে খেয়াল খুশি বৃষ্টি, সন্ধ্যার দিকে ঝিম ঝিম বৃষ্টি, গভীর রাতে মুষোল ধারায় বৃষ্টি। এভাবেই সারাটা শ্রাবন বৃষ্টিতে ভিজে আছে।এমন দিনে দুপুরে খিঁচুড়ে, সন্ধ্যায় চা বা কফি, শিঙাড়া বা পকোড়া। অনেক রাত অবধি গল্প পড়া বা ফোন দেখা, আর অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকা। এটাই হল সকলের রুটিন। অর্থাৎ বর্ষার সময় ঘরে থাকতে, আরামে থাকতেই সবাই পছন্দ করে। অবিশ্যি যাদের মাছ ধরার নেশা আছে তারা বাদে। এছাড়া আরো এক ধরনের মানুষ আছে যাঁরা এই বর্ষায় আরামপ্রিয় মানুষদের মধ্যে একেবারেই পড়ে না। তাদের মধ্যে জন হল আমার দাদা। একবার একটা বর্ষার সন্ধ্যায় দাদা অদ্ভুত একটা কান্ড করেছিল-

আমি ছাতা মাথায় দিয়ে ছাদে গিয়ে ফুলের টবগুলো
কাত করে জল ফেলে দিয়ে এসে সবে সোফায় আরাম করে বসেছি।
ও বলল-চল রেনকোট পরে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে আসি।
বললাম- কিসের এক্সেপেরিমেন্ট ?
গুপ্তানুসন্ধান
মানে ? এই বৃষ্টি মাথায় কোথায় গুপ্তধন খুঁজবি ?
চল না।
অগত্যা দাদার কথায় রাজি হয়ে রেনকোট পরে নিলাম।
তারপর মায়ের চোখ এড়িয়ে বাড়ির বাইরে চলে এলাম।
বৃষ্টি কিন্তু বেশ ভালোই জোরে হচ্ছিল। তবুও দাদা কোনো সঙ্কোচ না করেই বেরিয়ে পড়ল।
এখানে বলে রাখি আমাদের বাড়িটি খুব বেশি না হলেও বেশ পুরোনো আমলের।
আর বাড়ির সামনে সানবাঁধানো একটা পুকুর আছে।
আসলে রাজবাড়িগুলো যেমন হয় তার ক্ষুদ্র একটি সংস্করন আমাদের বাড়ি।
কাদা জলের মধ্যে থপ থপ করে পা ফেলে, দাদা পুকুরের দিকে এগিয়ে গেল।
আমিও পেছন পেছন যেতে যেতে বললাম-স্কেপেছিস নাকি?
এবার কি মাছ ধরবি?
মাছ ধরব তোকে কে বলেছে, গুপ্তধন, গুপ্তধন। সোনা-দানা মনি মাণিক্য!
এখানে কোথায় তোর মণিমাণিক্য -
কথাটা শেষ না করতেই আমি চিৎপটাং হয়ে শোল মাছ ধরে ফেললাম।
দাদা ধমক দিয়ে বলল- দেখে চলতে পারিস না ? চুপ করে দাড়া এখানে। এরপর ও পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে তাতে টর্চের আলো ফেলে কি যেন এটা দেখে নিল। তার পর বাড়ির ছাদের দিকে তাকাল। অন্ধকারেও দেখতে পেলাম ওর ভ্রুকুঞ্চিত। বুঝলাম এ এখন চিন্তায় মগ্ন। এখন প্রশ্ন করা চলবে না।

পরক্ষনেই বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখলাম ওর মুখের ভাব পুরো পাল্টে গেছে, আনন্দে চোখ দুটো চকচক করছে, ঠোঁটের কোনায় হালকা হাসি।
দাড়িয়ে তখনও ভিজছি। বৃষ্টির ফোঁটা রেনকোটে টপ টপ করে পড়ার শব্দের দরুন অন্যকিছু সহজে শোনা যাচ্ছিল না। তাই কথা বলতে গেলেও তা জোরে হয়ে যাচ্ছিল। বললাম- কী ওটা?
ও কাগজ খানা আমার দিকে
দিয়ে, টর্চের আলো তুলে ধরল। দেখলাম কাজটা একেবারে ভিজে গেছে।
কিন্তু তখনও লেখা বেশ পড়া যাচ্ছে।
লেখা আছে -
এসো তুমি এই পথে,
মাঝরাত পেরলে।
বাড়ির মাথায় আছে,
ছায়াদের সাথে।
চাও যদি লক্ষপতি হতে,
নাও তবে বুদ্ধি দিয়ে খুঁজে।

এর মানে কিরে দাদা?মানে ওই ছড়ার মধ্যেই বলা আছে, গুপ্তধন কোথায় আছে।
কোথায়?
মাথা খাটা ঠিক বুঝতে পারবি।
আমি অতো খাটাতে পারছিনা, তুই বল।
আমার এই কথা শুনে দাদা বলল - এমন অলস হলে ডিটেক্টিভ হওয়া যায় না।
শোন এসো তুমি এই পথে মাঝরাত পেরলে। মানে বলা হচ্ছে যে এই বাড়িতে যে গুপ্তধন আছে সেটা পেতে হলে মাঝরাত মানে বারোটার পর খুঁজতে বেরোতে হবে। তারপর বলছে বাড়ির মাথা, মানে ওই দেখ, ছাদের দিকে দেখ, ওই যে উঁচু চূড়ার মত অংশটা ওটা হলে বাড়ির মাথা।
উত্তেজনায় বলে উঠলাম- বাড়ির মাথায় আছে মানে ওই চূড়ার মধ্যে।আছে গুপ্তধন!

হ্যাঁ ওখানেই আছে।
তবে কোন রাত বারোটায় যেতে হবে?
বুদ্ধু, তারপরের লাইনটা পরিসনি? ছায়াদের সাথে।
তার মানে?
তার মানে হল, যখন রাত বারোটা বাজবে, তখন আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ একদম মাথার উপর চলে আসবে। তারপর চাঁদ পশ্চিমের দিকে হেলতে শুরু করবে। আর ওই চূড়ার ছায়াটাও ধীরে ধীরে বড় হবে। একসময় চূড়ার ছায়াটা এসে পড়বে ঠিক পুকুরের মাঝখানে। আর পুকুরে ঝাপ দিয়ে ডুবমেরে চলে যেতে হবে একদম নীচে সেখানেই আছে গুপ্তধন।

বৃষ্টি এবার একটু থেমেছে। একদল দূরন্ত বাতাস এসে মুখে লাগল। আমার ভিষন শীত করছিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সেদিন জলস্রোতের শব্দ, কোলাব্যাঙ আর ঝিঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গুপ্তধন খুঁজতে গেলে মাঝরাতে পুকুরে ডুব মেরে অতল গভীরে যেতে হবে। ব্যাপারটা ভেবেই আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। আর তখনই শুরু হল শিয়ালদের হুহু করা ডাক। এই ডাক আমি আগেও শুনেছি, আর যখনই শুনেছি তখনই আমার মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছে। অনুভুতিটা যে কেমন তা বলে বোঝাতে পারবো না। এই সবকিছু মিলেমিশে যখন একাকার হয়ে গেল তখন আমি ভয় পেয়ে দাদাকে বললাম ছায় ঘরে চল, আমার ভয় লাগছে।

দাদা আবার ধমক দিয়ে বলল -

অতো ভয় করলে ডিটেক্টিভ হওয়া যায় না।

আমার তো বেশ কেমন একটা রোমাঞ্চ,রোমাঞ্চ অনুভূতি হচ্ছে। চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে। আমার পায়ে কাদা, পড়ে গিয়ে তোর গায়ে কাদা লেগে আছে, শেয়ালের ডাক, ঝিঝি পোকার ডাক, আর সবচেয়ে বড় জিনিসটা হল এই অন্ধকার। আর এই পরিস্থিতিতে আমরা করছি গুপ্তধনের সন্ধান! ধারালো ছুরি দিয়ে রহস্যের জাল এক এক করে কাটছি। এখন শুধু দেখা যে চূড়ার ছায়াটা সত্যিই কি পুকুরে পড়বে ? আর পড়লেও ঠিক কোন জায়গাতে পড়বে। নাকি তা না হয়ে অন্য কোথাও পড়বে? শুধুমাত্র বৃষ্টিটা যদি আর একবার ঝমঝমিয়ে আসে, তাহলে এক্কেবারে জমে যাবে।

আহা, এই তো জীবন!

বললাম-তাহলে কি বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?

নাকি এখন ঘরে যেয়ে আবার বারোটার পর আসবি?

ঘরে গেলে এই রোমাঞ্চকর পরিবেশটা উপভোগ করা যাবে? এখানে দাড়িয়েই অপেক্ষা করব । অবিশ্যি আজ বোধ হয় চাঁদ মামার দেখা পাওয়া যাবে না।

জিজ্ঞেস করলাম-এখন কটা বাজে?

এখন তো সবে সন্ধ্যে, সাড়ে আটটা বাজে। তার মানে আর সাড়ে তিনঘন্টা বাকি। এতখন। এভাবে এই অবস্থায় ? হ্যাঁ, না হলে রোমাঞ্চকর অনুভূতি আসবে কোথা থেকে। একটা কথা অনেক্ষন থেকে ভেবে রেখেছিলাম, দাদাকে জিজ্ঞেস করার সুযোগটা এবার এল। বললাম আচ্ছা দাদা এ কাগজটা তুই কোথায় পেলি?

আমাদের বাড়িতে এমন একটা গুপ্তধন আছে।

এটা কি কেউ জানে?

দাদা হাহা কর হেসে বলল- তোর মাথায় একেবারে গোবোর পোরা। চাঁদের ক্ষেত্রে যা সূর্যের ক্ষেত্রেও একই সঙ্গা প্রযোয্য। রাতের বেলা রোমাঞ্চটা বেশি হবে বলে আমি রাতের কথাটা লিখেছি। কিন্তু মুশকিল হল বৃষ্টি আর চাঁদ দুজনে কখনো একসঙ্গে দেখা করে না। ভাবছি ছড়াটায় আর দু-লাইন জুড়বো। পুকুরের নীচে কোনো একটা বাক্স থাকবে, পাঁক সরিয়ে বাক্সটা উদ্ধার করতে হবে। এই কথাটা লিখবো ওই দুই লাইনে।

হৃদয়হীনা নারী

মোঃ তাবিব হোসেন
(6th Semester)

দেখেছিলাম সুখের স্বপ্ন
ভেঙে দিলে তুমি
তার কাছে চাইব আমি
চির জীবন থাক সুখি।
কী ছিল দোষ আমার ?
বলতে কি আর পারবে--
তবুও ভাঙলে তুমি
আমার এই হৃদয়টাকে
যদিও করেছি ক্ষমা তোমায়
দশের সামনে করলে তুমি অভিনয়।
মানতে যে পারি না আমি
ওগো হৃদয়হীনা নারী।

বন্ধু

কামাল হাসান
(প্রাক্তন ছাত্র)

বন্ধু মানে সকাল বেলা,
বন্ধু মানে সাঁঝ।
বন্ধু মানে মনের কথা,
বলতে কিসের লাজ।
বন্ধু মানে ঝাঁ ঝাঁ মাঠ,
একটুখানি হাওয়া।
বন্ধু মানে এ জীবনে
অনেকখানি পাওয়া।

পুরুষ মানে...

নিজাম উদ্দিন পিয়াদা
(প্রাক্তন ছাত্র)

পুরুষ মানে কঠিন হৃদয়,
বদমে-জাজি গুরুগম্ভীর।
পুরুষ মানে কাঁদতে মানা
সবার সামনে বাঘের ছানা।
পুরুষ মানে সঠিক সময়ে চাকরি না পেলে,
সমাজের কাছে ছোটো হওয়া
পুরুষ মানে সাহসি তুমি,
ভয় পাওয়া যে তোমার মানা।
পুরুষ মানে কঠর তুমি,
কঠিন সময়ে শান্ত থাকা।
পুরুষ মানে হাসি মুখে
মৃত্যু তাকেও মেনে নেওয়া।

ভালোবাসার জয়

নুরুদ্দিন
(প্রাক্তন ছাত্র)

এই তুমি এক অন্য জাতি,
তবুও তোমায় ভালোবাসি।
সমাজের মানুষ করছে ছি ছি,
তবুও তোমায় ভালোবাসি।
কী দোষ ছিল আমাদের দু'জনের
করিনি তো ক্ষতি সমাজের মানুষদের
মানতে পারে না বাড়ির লোকে,
ঘর বাঁধলাম স্বপনে দু'জনে
ঘাত- প্রতিঘাত সহেছি আমি
তবুও তোমায় ভালোবাসি।

স্মৃতি

ইমরান নাজির মল্লিক
(6th Semester)

জীবনের পড়ন্ত বেলায়
নিঝুম দুপুরে একা একা
চেয়ারে বসে।
স্মৃতির পাতা ওলট -পালট
চেনা চেনা গন্ধ নিয়ে
ফাগুনের বাতাস
কড়িডোরে দোলা দিয়ে যায়।
অশ্রুসিক্ত আঁখি থেকে
দু ফোঁটা চোখের জল ডায়েরির পাতায়।
প্রবল উদ্দাম ঝোড়ো হাওয়া
এলোমেলো করে দিল।
পুরোনো সেই ঠিকানা
রেখে গেলে শুধু
স্মৃতির অন্তঃসলিল....

হৃদয়ের ক্রন্দন

মানস বিশ্বাস
(প্রাক্তন ছাত্র)

জন্ম আমার ঊনবিংশ শতাব্দীতে
বাংলা মায়ের কোলে
বাংলা আমার মাতৃভাষা,
আমি এক বাঙালি।
মানুষের সেবায় জন্ম আমার
হে মহামানব, শ্রোতাগণ
আমাদের একা ফেলে
কোথায় গিয়েছো চলি।
বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে
জন্ম আমার তোমাদেরই দরবারে
আমি দিলাম তোমাদের কত শ্রদ্ধা, কত সম্মান
তোমরা কি স্বার্থপর,
কি দিলে তার বদলে আমার ?
তোমরা তাকিয়ে দেখেছো কি
আমার দিকে একটিবার!
আমি যে জীর্ণ, ক্ষুধার্ত
আমার হৃদয়ে রয়েছে আজ
অজস্র ফাটল আর চোরাদাগ
আজ আমি বড় একা,অসহায়
তোমরা কি ভুলে গেছো
আমার জীবন ইতিহাস।

হে মোর চিত্তে এঁকেছি তাঁরে

রাকিবুল মণ্ডল
(6th Semester)

হে মোর চিত্তে, এঁকেছি তাঁরে বারে বারে।
তবু তাঁরে কোনোদিন পাইনি দেখিতে।
উজ্জ্বল তারার ছটা তাহার মনিতে ধরে।
তাঁহার কেশের বাতাস বহেরে গগনে গগনে,
ঢেউ খেলে সমুদ্রের মাঝে,
তাঁর উদারতা যেনো গভীরতা,
সাগরের জল তথা কন্ঠে মধুরতা,
তাহাতে যে সর্বদা কাকলী খেলা করে।
আঁধারেও তার মুক খানা ধবধবে চাঁদ পানা,
কুসুম কলি ফোটে তাঁহার খোপায় হাজার খানা,
সবুজ ঘাসের সিক্ত তাহার সুন্দর ধরখানা,
যাবেনা তার ঐশ্বর্য কোনোদিন ও অজানা।

আমি বড়ই বেপরোয়া

কামরুল জামান
(6th Semester)

আমি বড়ই বেপরোয়া
ছন্নছাড়া, আগছালো।
তুমি আবার পরি -পাঠ্য
সাজানো গোছানো,লক্ষিমন্ত্র।
তোমার সঙ্গে আমার যায়না মেলা,
বন্ধুত্ব টাও হবে,বড় বেমানান।
মোদের মাঝে তফাত অনেক
যেনো সেতা পাহাড় সমান
তুমি বরং তোমাতেই থেকো সুন্ল্য,
সাজিয়ে গুছিয়ে তোমার সংসার।
আমি আবার আমাতেই খুশি,
স্বাধীন সমুদ্রেই দিয়েছি সাঁতার।

ব্যর্থতা

Md Bakibillah Mondal
(Ex-Student)

আমি তো কোনও দিন লিখিনি কবিতা,
এ আমার জীবনের এক চরম ব্যর্থতা।
আজ আমি কলম হাতে ভাবি আমি তো নই শিল্পী
নই বিশ্ব কবি। কি জানি কি লিখি এই মনে করে,
বসে আছি সারাদিন এই নদী তীরে।
দেখলাম অনেক কিছু প্রকৃতির রূপ,
মনে মনে জাগে কত আশার প্রদীপ।
ওই ভাবে কেটে গেছে কত রাত দিন,
জানি না, কবে আসবে সেই সুদিন,
যদি আমি পারতাম কিছু লিখতে ?
জন্ম আমার স্বার্থক হতো এই পৃথিবীতে।
কত শিল্পী এসেছে এই বিশ্ব মাঝে,
তুলি দিয়ে এঁকেছে সব রঙিন সাজে।
আমি নই তাদের কেউ আমি এক
সাধারণ পারবো কি লিখতে আজকের বিবরণ।
হতাশায় বসে আছি মনে নিয়ে ব্যথা
জানি না কবে লিখবো আমি আমার কবিতা।।

প্রতিভা

Jesmina Parvin
(Ex-Student)

আনাচে কানাচে, পথের ধূলায়
কত প্রতিভা ছড়িয়ে
সেদিকে সমাজের দৃষ্টি যাবে কোনো!
ওরা যে সমাজের কাল কুঠরিতে বন্ধ।
ওদেরকে কেউ চেনে না, জানে না,
ওদের খোঁজও কেউ রাখেনা।
ওরা নিশ্চুপ, নির্বাক।
নিষ্পলক নয়নে ওরা চেয়ে থাকে-
ভাবে: অদুর ভবিষৎ কোন সমাজের।
এ সমাজ কোন কাজের।
তবু ওরা থেমে থাকে না, ওরা চলে
শুধু মাত্র একটু সুযোগের অপেক্ষায়।
সময়ের তালে ভাগ্যকে মেনে নিয়ে।
ওরাও পারে
কিছু গড়তে, প্রতিষ্ঠা করতে।
ওরাও পারে প্রতিষ্ঠিত প্রতিভার সঙ্গে
সমানে চলতে,
তাদের ছাড়িয়ে উপছে পড়তে।
শুধু মাত্র একটু সুযোগ ---

কিছু কথা

সনি মন্ডল
(6th Semester)

সব কিছুই তো উৎসর্গ করলে
কিন্তু কিছু কি পেয়েছো !
কিছু কি হারিয়েছো,
যা তুমি অন্ধের মতো খুঁজছো !
ওই পথে পাড়ি দিও না,
ওটা চোরাবালির স্বপ্নপুরি।
কার প্রতীক্ষায় বসে আছো,
তাঁর প্রতীক্ষা করো।
যিনি তোমার সঠিক পথর দিশারী।
কাকে কি দিতে চাইছো,
যিনি পাওয়ার যোগ্য তাঁকে দাও,
সব কিছুই তো তাঁর।
তাকে যতটুকু দেবে,
তিনি তোমাকে তারও বেশী ফিরিয়ে দেবেন!
কার প্রশংসা করছো?
সকল প্রশংসা তো তাঁরই প্রাপ্য।